পেনিনসুলা নীতিমালা

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রণীত নীতিমালা

মূল ইংরেজি সংস্করণ: ১৮ আগস্ট ২০১৩
বাংলা সংস্করণ: জুলাই ২০১৪

পেনিনসুলা নীতিমালা

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রণীত নীতিমালা

বাংলা সংস্করণ সম্পাদনায়
মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা
মোহাম্মদ শাহ্জাহান, টিম লিডার, ইপসা-এইচএলপি প্রকল্প

অনুবাদক
মোহাম্মদ আলী শাহীন
প্রবাল বড়ুয়া

অনুবাদ নিরীক্ষণে
মোঃ দিদারুল আলম

প্রকাশনায়

Displacement Solutions
Rue des Cordiers 14, 1207 Geneva, Switzerland
Suite 2/3741, Point Nepean Road, 3944 Portsea, Australia
E-mail : info@displacementsolutions.org
www.displacementsolutions.org

এবং

Young Power in Social Action (YPSA)
House # F10 (P), Road # 13, Block-B
Chandgaon R/A, Chittagong-4212, Bangladesh.
Tel : +88-031-672857, 2570255,
E-mail : info@ypsa.org ; ypsa.hlp12@gmail.com
www.ypsa.org

প্রকাশকাল
মূল ইংরেজি সংস্করণ : ১৮ আগস্ট ২০১৩
বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০১৪

কিরিবাতি

ছবি- *Jocelyn Carlin*
স্থান: বর্নিকি, কিরিবাতি

সূচীপত্র

মুখবন্ধ		**১২**
ভূমিকা		**১৬**
পেনিনসুলা নীতি ১:	পরিধি ও উদ্দেশ্য	১৬
পেনিনসুলা নীতি ২:	সংজ্ঞা	১৬
পেনিনসুলা নীতি ৩:	বৈষম্যহীণতা, অধিকার ও স্বাধীনতা	১৬
পেনিনসুলা নীতি ৪:	ব্যাখ্যা	১৭
১. সাধারণ বাধ্যবাধকতা		
পেনিনসুলা নীতি ৫:	প্রতিরোধ ও পরিহার	১৭
পেনিনসুলা নীতি ৬:	অভিযোজন সহযোগিতা, সুরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা	১৭
পেনিনসুলা নীতি ৭:	জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ	১৮
পেনিনসুলা নীতি ৮:	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহায়তা	১৮
২. জলবায়ু স্থানচ্যুতিবিষয়ক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা		
পেনিনসুলা নীতি ৯:	জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৯
পেনিনসুলা নীতি ১০:	অংশগ্রহণ ও সম্মতি	১৯
পেনিনসুলা নীতি ১১:	ভূমি চিহ্নিতকরণ, বাসযোগ্যতা এবং ব্যবহার	২৩
পেনিনসুলা নীতি ১২:	ক্ষয় ও ক্ষতি	২৪
পেনিনসুলা নীতি ১৩:	সহযোগিতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২৪
৩. জলবায়ু স্থানচ্যুতি		
পেনিনসুলা নীতি ১৪:	জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ কিন্তু স্থানান্তর করা হয়নি এমন মানুষের জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা	২৫
পেনিনসুলা নীতি ১৫:	আবাসন ও জীবিকা	২৭
পেনিনসুলা নীতি ১৬:	প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ	২৭
৪. স্থানচ্যুতির পরবর্তী অবস্থা ও প্রত্যাবর্তন		
পেনিনসুলা নীতি ১৭:	প্রত্যাবর্তন নীতিমালা	২৮
৫. বাস্তবায়ন		
পেনিনসুলা নীতি ১৮:	বাস্তবায়ন ও প্রচারণা	২৮

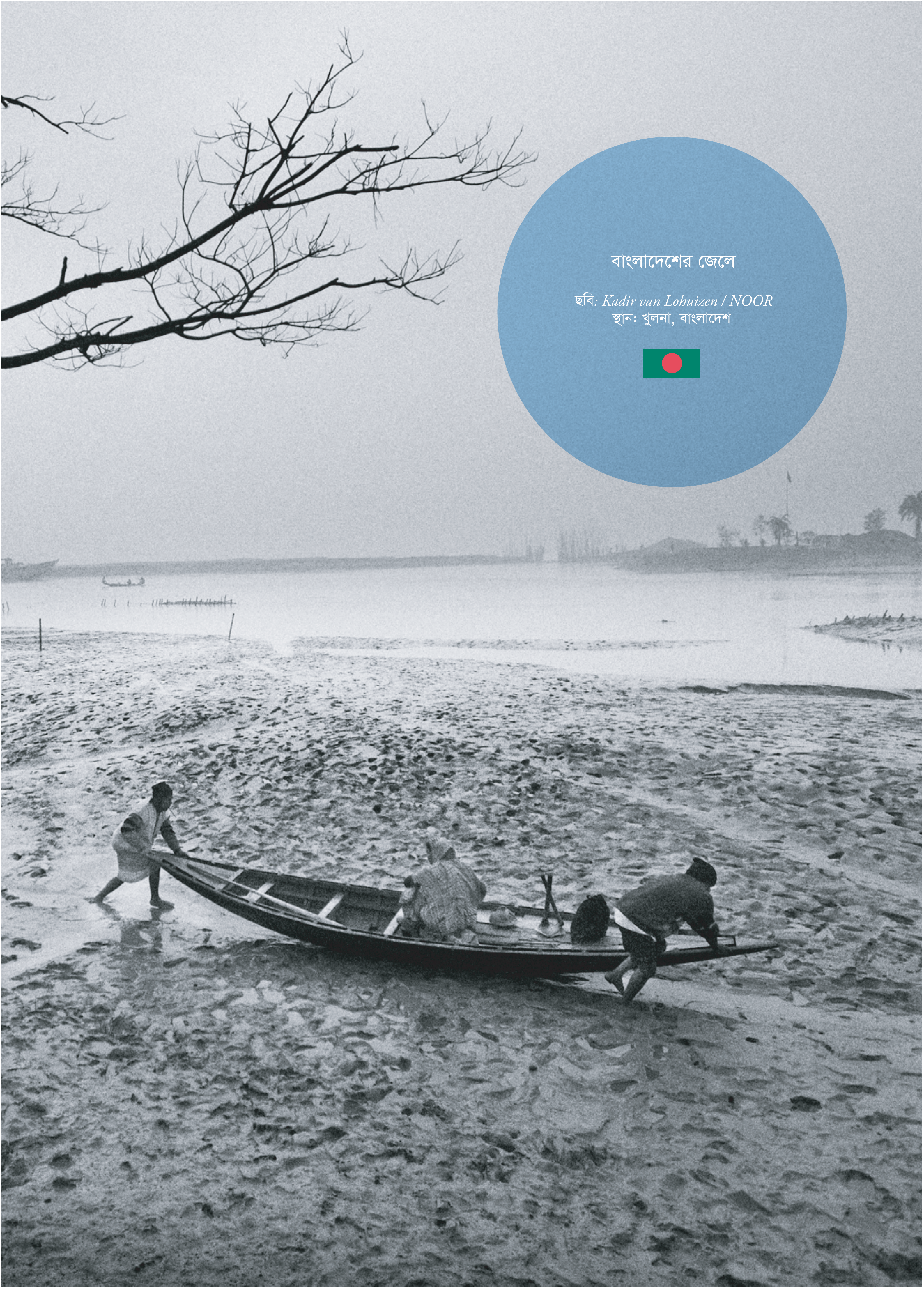

বাংলাদেশের জেলে

ছবি: *Kadir van Lohuizen / NOOR*
স্থান: খুলনা, বাংলাদেশ

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রণীত পেনিনসুলা নীতিমালায় স্বাগতম!

ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ বিশ্বাস করে যে, জলবায়ু স্থানচ্যুতি প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সমন্বিত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব। বাংলাদেশ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, পানামা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, টুভালুসহ বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে বা স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২টিরও অধিক দেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের দুর্ভোগের মানবিক চিত্র পর্যবেক্ষণ করে আসছে এবং এসব দেশের ক্রমবর্ধমান স্থানচ্যুত মানুষ, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর দুর্দশার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে।

ইন্টারগভর্ণমেন্টাল প্যানেল অন কাইমেট চেঞ্জ (আইপিসি) প্রতিবেদন, স্টার্ন রিভিউ এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদনে যেসব দেশে জলবায়ু পরিবর্তন যেমন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, প্রবল বন্যা, মারাত্নক ও অতিমাত্রার ঝড়, খরা ও মরুকরণ প্রক্রিয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুতির শিকার হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে সেসব ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহকে নিয়ে ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ কাজ করছে। স্থানচ্যুতির নতুন এ ধরনটি একটি মারাত্মক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত এসব মানুষের সার্বিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ গত দুই বছর ধরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক একটি মানসম্পন্ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কাজ করে আসছিল। জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, বিদ্যমান সকল নীতিমালা এবং আইন বিষয়ক তথ্যাবলী যাচাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, জনগোষ্ঠী এবং এ বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ এবং জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালা এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ এ নীতিমালা প্রণয়নে ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ প্রচুর সময় ব্যয় করেছে। নীতিমালাটি প্রণয়নে খসড়া, পুনঃপুনঃ খসড়াসহ (কাঠামোর মধ্যে আনতে ৩০ বার প্রাক চূড়ান্ত খসড়া প্রয়োজন হয়েছে) বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় পুরো ছয় মাস সময় লেগেছে। পরবর্তীতে নীতিমালাটিতে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্-এর ওয়েবসাইটে রাখা হয় এবং এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মানুষ মতামত প্রদান করেন।

২০১৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, মিশর, তিউনিশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রতিনিধিরা অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের রেড হিলে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার এবং শরণার্থী আইন, বাধ্যতামূলক/জোরপূর্বক অভিবাসন, পরিবেশগত পরিবর্তন বিষয়ে তাঁদের অবস্থান ও কর্ম অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক একটি শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়নের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে এ নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এভাবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক পেনিনসুলা নীতিমালাটি দীর্ঘ পর্যালোচনার পর অনুমোদিত হয়, আমরা বিশ্বাস করি এ ধরনের আনুষ্ঠানিক নীতিমালা পৃথিবীতে এটাই প্রথম।

পেনিনসুলা নীতিমালা একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো যার ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক আইনসমূহের মূলনীতি, মানবাধিকার সংশিষ্ট বাধ্যবাধকতা ও এর উত্তম দৃষ্টান্তসমূহ যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার রক্ষা করা যায়। এ নীতিমালা জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালার (যার উপর ভিত্তি করে এ নীতিমালা প্রণীত এবং গৃহীত) সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা এবং সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রণীত ।

এই নীতিমালার মূলভিত্তি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত:

- জলবায়ু স্থানচ্যুতি অভ্যন্তরীণ ও আন্ত:সীমান্তের মধ্যে হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানচ্যুতি দেশের সীমানার মধ্যেই ঘটে থাকে;

- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের যতদিন সম্ভব তাদের নিজেদের ঘরে বসবাস করার এবং নিজ ভূমির সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার অধিকার রয়েছে;

- যারা স্থানচ্যুতির শিকার হয়েছে তাদের দেশের সীমানার মধ্যে নিরাপদে চলাচল করা এবং নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকার রয়েছে;

- জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধান যদি সঠিক পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় করা না হয়, তাহলে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে;

- যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, সে কারণে অন্যান্য রাষ্ট্রের উচিত (ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অনুরোধে) প্রশমন, অভিযোজন, স্থানান্তর এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানসহ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের যাবতীয় সাহায্য প্রদান করা;

- সঠিক সময়ে, সমন্বিতভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণে দায়িত্ব রয়েছে;

- সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা মোকাবেলায় রাষ্ট্রের কোন উলেখযোগ্য সমন্বিত উদ্যোগ নেই;

- ইউনাইটেড নেশান্‌স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন কাইমেট চেঞ্জ (UNFCC) কিংবা কিয়েটো প্রটোকল কোথাও জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক কোন পর্যবেক্ষণ ছিল না বা এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি; এবং

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি আইনি কাঠামো প্রয়োজন যা জলবায়ু পরিবর্তনে ইতোমধ্যে স্থানচ্যুতদের প্রতিকার সহায়তা এবং যারা আশঙ্কার মধ্যে আছে সে সব মানুষের আগাম সহযোগিতা করার সুযোগ এবং উভয়ের জন্য আইনগত সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

পেনিনসুলা নীতিমালা চারটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিভক্তঃ ক) সাধারণ বাধ্যবাধকতা; খ) জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা; গ) স্থানচ্যুতি এবং ঘ) স্থানচ্যুতি পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত:

জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এমন বিষয়গুলোকে প্রতিরোধ ও পরিহার, অভিযোজন সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রসঙ্গগুলো সাধারণ বাধ্যবাধকতা অংশটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা অংশটিতে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল- জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; যথাযথ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং মতামত গ্রহণ; ভূমি চিহ্নিতকরণ, বাসযোগ্যতা এবং ব্যবহার; জলবায়ু স্থানচ্যুতির কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন; এবং সহযোগিতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।

স্থানচ্যুতি অধ্যায়টি হল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষকে নিয়ে, যাদেরকে এখনো স্থানান্তর করা হয়নি, তাদের আবাসন ও জীবিকাসহ প্রয়োজনীয় প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রসঙ্গে।

স্থানচ্যুতির পরবর্তী অবস্থা ও প্রত্যাবর্তন অংশটিতে বলা হয়েছে, সাময়িক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত মানুষের নিজের আবাসন, ভূমি ও পূর্বের বসবাসের স্থানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার জন্য একটি নীতিমালা (ফ্রেমওয়ার্ক) থাকবে।

এখন, নীতিমালাটির ব্যবহারবিধি দেখা যাক!

এই পেনিনসুলা নীতিমালার মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিত প্রচেষ্টাগুলোকে এখন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়। উপকূলীয় তটরেখা এবং দ্বীপগুলো সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা আরো খারাপ হওয়ার পূর্বেই এবং হিমবাহ গলন এবং এ সবের অবস্থা আরো অবনতি হওয়ার পূর্বে আগাম অভিযোজন সহযোগিতা, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার পাশাপাশি স্থানচ্যুতি পরবর্তী অবস্থায় পুনর্বাসন ও নিজেদের ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ রেখে এই নীতিমালাটি একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ পেনিনসুলা নীতিমালাটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, যেখানে ইতোমধ্যে মানুষ জলবায়ু স্থানচ্যুতির শিকার এবং প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে তাদের সমস্যার বাস্তবভিত্তিক সমাধানের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত আছে। সকল সংশিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সত্যিকারের জীবনমান উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহবান জানায়।

এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, পেনিনসুলা নীতিমালার মূল লক্ষ্য জলবায়ু স্থানচ্যুতির হুমকি মোকাবেলায় জনগণই নিজেদের সংগঠিত এবং যেকোন ধরনের ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে তাদের ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপরেখা তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু স্থানচ্যুতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার সুরক্ষা এবং নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান মানবাধিকার আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কী বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার একটি রূপরেখা প্রদান করে জনগণকেই নিজেদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আমরা স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করি যেখানে জলবায়ু স্থানচ্যুতি ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে বা হবে এবং কী পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা বিশেষণ করে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার প্রতিরোধ ও ক্ষতিপোষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিভিত্তিক সমাধান প্রয়োজন। এভাবে আমরা এখন আমাদের খুঁজে পাই তত্ত্ব ও বাস্তব এবং কী হতে পারে ও পরিষ্কারভাবে এটা কী এই সন্ধিক্ষণের মাঝামাঝি। এই পেনিনসুলা নীতিমালা জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা করতে স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণে সংশিষ্ট সকলকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

অতএব আমরা সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার (জাতীয় ও স্থানীয়), জনগোষ্ঠী, জলবায়ু ন্যায্যতা বিষয়ক অধিপরামর্শক এবং সাধারণ নাগরিকদের আহবান করছি তারা যেখানে থাকুন বা কাজ করুন না কেন, জলবায়ু স্থানচ্যুতির সম্ভাবনাকে সর্তকতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার রক্ষায় একটি কার্যকরি কৌশল হিসেবে পেনিনসুলা নীতিমালা প্রয়োগ করেন।

চলুন, আমরা এই বাস্তবধর্মী ও চমৎকার উদ্দেশ্যে প্রণীত পেনিনসুলা নীতিমালা বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করি যাতে করে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার সুরক্ষা এবং পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধান করা যায়।

Scott Leckie
Director and Founder-Displacement Solutions

কার্ট সুব্দুপ, পানামা

ছবি : *Kadir uan Lohuizen / NOOR*
স্থান: কার্ট সুব্দুপ, পানামা

মুখবন্ধ

এই পেনিনসুলা নীতিমালা উদ্বেগের সাথে স্বীকার করছে যে, মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া ও প্রভাবের ফলে ক্রমাগত স্থানচ্যুত হচ্ছে বা হবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল মানুষ হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা ধারাবাহিকভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত নিজের সম্পদ, আবাসন, ভূমি, জীবিকা হারাচ্ছে, এমনকি তাঁরা নিজের সংস্কৃতি, প্রথা এবং ধর্মীয় স্বকীয়তা হতেও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা 'জাতিসংঘের সনদ' দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে এবং 'সার্বজনিন মানবাধিকার ঘোষণা', 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ', 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারজনিত আন্তর্জাতিক সনদ' এবং 'ভিয়ানা ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা' গুলোকে পুণরায় নিশ্চয়তা প্রদান করছে;

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি হতে শুরু করে রাষ্ট্রের জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক জাতিসংঘের দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই এই পেনিনসুলা নীতিমালা প্রণীত এবং কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে;

যখন কোন দুর্যোগ মানবস্বাস্থ্য, জীবন বা পরিবেশের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তখন প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া জরুরী বলে এই পেনিনসুলা নীতিমালা উপলদ্ধি করছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা স্বীকার করছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকাংশই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলোর সাথে সম্পর্কিত নয়;

পেনিনসুলা নীতিমালা উলেখ করছে যে, জলবায়ু স্থানচ্যুতি অভ্যন্তরীণ ও আন্ত:রাষ্ট্রীয় পর্যায় উভয় ক্ষেত্রেই সংগঠিত হতে পারে, তবে অধিকাংশ জলবায়ু স্থানচ্যুতি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে;

পেনিনসুলা নীতিমালা জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নিজ বাসস্থান বা নিজ ভূমিতে যতদিন সম্ভব বসবাস করার অধিকারকে এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ অভিযোজন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে জোরালোভাবে সমর্থন করছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা জলবায়ু স্থানচ্যুতির আশঙ্কায় সম্ভাব্য জলবায়ু স্থানচ্যুতদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে আবাসস্থল পরিবর্তন বা স্থানান্তরের অধিকারকেও সমর্থন করছে;

স্থানান্তরের (ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক যেটাই হোক) ফলে প্রায়শই বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বিষয় যেমন- মানবধিকার লংঘন, দারিদ্রতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ নানা নেতিবাচক বিষয়ের সম্মুখীন হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপরেও পেনিনসুলা নীতিমালা গুরুত্বারোপ করছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা উল্লেখ করছে যে, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের নিয়ে যে কোন ধরনের অপরিকল্পত উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের মধ্যে অস্থিরতা ও অস্থিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে;

পেনিনসুলা নীতিমালা উল্লেখ করছে যে, দেশের নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আবার এটাও অনস্বীকার্য যে অনেক দেশ জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পদের অপ্রতুলতাসহ নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা স্বীকার করছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। জলবায়ু পবির্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা হ্রাসকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, স্থানচ্যুতদের স্থানান্তরসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করা।

পেনিনসুলা নীতিমালা উপলব্ধি করছে যে, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যাসমূহকে সময়োপযোগী, সমন্বিত এবং নির্দিষ্ট উপায়ে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আগ্রহ রয়েছে;

পেনিনসুলা নীতিমালা এটাও উপলব্ধি করছে যে, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যাসমূহকে মোকাবেলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কোন উদ্যোগ নেই;

পেনিনসুলা নীতিমালা নিশ্চিত করছে যে, UNFCC ও কিউটো প্রটোকল উভয়ই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা-সমূহকে চিহ্নিত করে নাই। এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনফারেন্স এবং রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ সভায় স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যাসমূহকে বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে উপস্থাপন না করে শুধুমাত্র সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে;

UNFCC 'র ১৬তম বৈঠকে কানকুন অভিযোজন নীতিমালার ১৪ তম (এফ) প্যারা অনুযায়ী অভিযোজন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়টিকে এই পেনিনসুলা নীতিমালা গুরুত্ব দিচ্ছে এই বলে যে 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুতি, অভিগমন এবং পরিকল্পিত স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপলব্ধিকে প্রাতিষ্ঠানিক করাসহ পারস্পরিক সমন্বয় এবং সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধি করা হবে.....';

কানকুন অভিযোজন নীতিমালার অংশ হিসেবে UNFCC 'র দোহাতে অনুষ্ঠিত ১৮তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, UNFCC 'র ১৯তম বৈঠকে আলোচিত, উন্নয়নশীল ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়-ক্ষতিকে মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা এ পেনিনসুলা নীতিমালা উলেখ করছে;

এই পেনিনসুলা নীতিমালা জলবায়ু স্থানচ্যুতি এবং সংশিষ্ট বিষয়সমূহ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতিসংঘসহ রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করছে;

সম্ভাব্য জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ ও ইতোমধ্যে যাঁরা স্থানচ্যুত তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, এবং ক্ষতিপূরণজনিত যথাযথ সাহায্য প্রদানসহ আইনি নিরাপত্তার জন্য একটি নৈতিক ও যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার উপযোগী একটি মানসম্পন্ন নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে বলে এ পেনিনসুলা নীতিমালা অনুধাবন করছে;

ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (IASC) ওপারেশনাল গাইডলাইন্স অন দ্যা প্রোটেকশন অফ পারসন্স ইন সিটুয়েশন্স অফ ন্যাচরাল ডিজাস্টার, হিয়েগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন, ইউএন প্রিন্সিপ্যালস অন হাউজিং এণ্ড রেস্টিটিউশন ফর রিফিউজিজ এণ্ড ডিসপেস পারসন্স এবং অন্যান্য আইনি কাঠামোর উলেখযোগ্য নীতির সংশোধন এবং জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য সংশোধিত এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নকেও এই পেনিনসুলা নীতিমালা স্বীকৃতি দিচ্ছে;

এই পেনিনসুলা নীতিমালায় অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির বিষয়টিকে আঞ্চলিকভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালাসমূহ যেমন-আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশন ফর দ্যা প্রোটেকশন এন্ড এ্যাসিসটেন্স অফ ইন্টারনালী ডিসপেস পারসনস ইন আফ্রিকা'কে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে;

দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট আন্ত:সীমানা স্থানচ্যুতিজনিত বিষয়টিকে মোকাবেলা করতে প্রণীত Plsseeit ইনিশিয়েটিভকেও, এই পেনিনসুলা নীতিমালায়, উলেখ করা হচ্ছে;

এই পেনিনসুলা নীতিমালা আন্ত:রাষ্ট্রীয় জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিবেচনা করছে তবে আন্ত:সীমানা স্থানচ্যুতির বিষয়টি মোকাবেলার লক্ষ্যে গৃহিত নানা পদক্ষেপসমূহকেও বিবেচনায় নিচ্ছে; এবং

পেনিনসুলা নীতিমালা প্রনয়নে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে বিভিন্ন বিচার কার্যের রায়, খ্যাতিমান বিচারক ও আইন বিশেষজ্ঞদের সম্পাদিত রচনার গুরুত্ব ও অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।

পেনিনসুলা নীতিমালা বিস্তারিতভাবে নিম্নে উলেখ করা হল:

বালির বস্তা ভর্তি

ছবি: *Jocelyn Carlin*
স্থান: বর্নিকি, কিরিবাতি

PRESERVE
CULTURAL

ভূমিকা

পেনিনসুলা নীতি ১: পরিধি ও উদ্দেশ্য

এই পেনিনসুলা নীতিমালা:

ক) একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো যার ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক আইনসমূহের মূলনীতি, মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা ও এর উত্তম দৃষ্টান্তসমূহ যার মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার সুরক্ষা করা যায়; এ নীতিমালা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছে, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে নয়; এবং

খ) জ্যাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা এবং সহযোগিতার জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রণীত ।

পেনিনসুলা নীতি ২: সংজ্ঞা

এই পেনিনসুলা নীতিমালাকে বিবেচনায় রেখে:

ক) ‘জলবায়ু পরিবর্তন’ হলো সময়ের ক্রমানুবর্তিতায় প্রকৃতির সহজাত আচরণের পরিবর্তনশীলতা ছাড়াও বৈশ্বিক বায়ুমন্ডলের এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া (আইপিসিসি’র সংজ্ঞানুযায়ী)।

খ) ‘জলবায়ু স্থানচ্যুতি’ হলো জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে, আকস্মিক বা ক্রমান্বয়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়া যা এককভাবে কিংবা অন্যান্য কারণে সংঘঠিত বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বা আবাসস্থলের পরিবর্তন।

গ) ’জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ’ হলো ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, পরিবার বা গোষ্ঠী যারা জলবায়ু স্থানচ্যুতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ঘ) ’রিলোকেশন’ (স্থানান্তর বা আবাসন পরিবর্তন) হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের যথাযোগ্য জায়গায় ঐচ্ছিক, পরিকল্পিত ও সমন্বিত স্থানান্তর, যেখানে তারা তাদের সকল মৌলিক অধিকার যেমন আবাসন, ভূমি, সম্পদ ও জীবিকার অধিকারসহ নিরাপদ স্থানে বসবাসের অধিকার ভোগ করতে পারে।

পেনিনসুলা নীতি ৩: বৈষম্যহীণতা, অধিকার ও স্বাধীনতা

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রতি রাষ্ট্র কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। রাষ্ট্রের উচিত হবে যে সকল আইন জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে বা বৈষম্য তৈরি করে তা বিলুপ্ত করা বা পরিবর্তন করা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের মতই জলবায়ু স্থানচ্যুতরাও যেন আবাসন, ভূমি ও সম্পদ লাভের অধিকারসহ সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় ও তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে এছাড়া কার্যকর প্রতিকারসহ ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত বিচার প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রবেশাধিকারও নিশ্চিত করবে ।

পেনিনসুলা নীতি ৪: ব্যাখ্যা

ক) এই পেনিনসুলা নীতিমালাকে শুধুমাত্র মানবাধিকার ও মানবিক আইনসহ আন্তর্জাতিক আইন কিংবা ঐ সকল আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভ্যন্তরীণ আইন কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার দ্বারা সীমিত ও পরিবর্তিত বলে গণ্য করা যাবে না।

খ) রাষ্ট্রের উচিত হবে পেনিনসুলা নীতিকে বিস্তৃতভাবে দেখা এবং মানবিক উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে নিরপেক্ষতা, যৌক্তিকতা, উদারতা এবং নমনীয়তার সাথে এই নীতিকে ব্যখ্যা করা।

১. সাধারণ বাধ্যবাধকতা

পেনিনসুলা নীতি ৫: প্রতিরোধ ও পরিহার

আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় রেখে জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এমন বিষয় - গুলোকে যে কোন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ ও পরিহার করতে হবে।

পেনিনসুলা নীতি ৬: অভিযোজন সহযোগিতা, সুরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা

ক) রাষ্ট্রের উচিত তার অধিবাসীদের অভিযোজন সহযোগিতা, সুরক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা যাতে সকল ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠী তাদের নিজ ভূমিতে বা স্থানে বা আবাসস্থলে যতদিন সম্ভব বসবাসের অধিকারসহ সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।

খ) রাষ্ট্র জলবায়ু স্থানচ্যুতির জন্য সকল ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভূমি ব্যবহার ও বন্টনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রচলিত নিয়ম-নীতিসহ ঝুঁকিপূর্ণ উপরোক্ত জনগোষ্ঠী যারা নিজ ভূমির উপর নির্ভরশীল তাদের মাঝে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে ।

পেনিনসুলা নীতি ৭: জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ

ক) পেনিনসুলা নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ, সহযোগিতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানচ্যুতি নিয়ন্ত্রণে অভ্যন্তরীণ আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

খ) পেনিনসুলা নীতিকে বাস্তবায়নে সরকারের সকল স্তরে (স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন দরকার এবং একইসাথে এর বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে প্রয়োজনীয় বাজেটসহ অন্যান্য সম্পদ বরাদ্দের সুযোগ রাখতে হবে ।

গ) জলবায়ু স্থানচ্যুতির স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের আইনি ও প্রশাসনিক অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ঘ) পেনিনসুলা নীতিমালা মোতাবেক নীতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের সকল স্তরের মানুষ, পরিবার এবং গোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, প্রবীণ, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, শিশু, দরিদ্র ও তৃণমূল জনগোষ্ঠী এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের যথাযথ, সময়মত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা উচিত।

ঙ) আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, প্রবীণ, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, শিশু, দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও মানুষের অধিকার সুরক্ষায় জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রচলিত বিভিন্ন মানবাধিকার আইনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হতে হবে।

পেনিনসুলা নীতি ৮: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্য

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুতি প্রসঙ্গটি একক কোন দেশের দায়িত্ব নয় এটি বৈশ্বিক বিষয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়া এবং সুরক্ষায় সহযোগিতা প্রদান করা (বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে)।

খ) অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা ও সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে স্ব স্ব রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধতা রয়েছে তা পূরণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে নানা সহযোগিতা ও সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে।

গ) যে সকল দেশ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা ও সাড়া প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম নয় সেই সকল দেশের অনুরোধে অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সাহায্য করা উচিত।

ঘ) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সাড়া প্রদানে সক্ষম নয় এমন রাষ্ট্রসমূহের উচিত, অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রদত্ত সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করা।

২. জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

পেনিনসুলা নীতি ৯: জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারভিত্তিক সমস্যা সমাধানে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া উচিত:

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল (ঝুঁকি হ্রাস, ঝুঁকি স্থানান্তর এবং ঝুঁকি বিনিময় প্রক্রিয়াসহ) চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা;

খ) পারিবারিক, স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্ভাব্য এবং চলমান জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়ে পদ্ধতিগত পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

গ) তথ্যের নিরাপত্তা ও এর সম্ভাব্য ব্যবহার বিবেচনায় রেখে জলবায়ু স্থানচ্যুতির পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করতে পারিবারিক, স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সকল তথ্যের ব্যবহার, বিনিময় এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা;

ঘ) জলবায়ুর স্থানচ্যুতির সম্ভাব্য চিত্র (স্থিতিকাল এবং আর্থিক ক্ষতি বিবরণীসহ), জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ এবং জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তরের জন্য সম্ভাব্য স্থানসমূহ চিহ্নিত করে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা;

ঙ) পেনিনসুলা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালায় স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তরের অধিকার, তার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলোকে অর্ন্তভুক্ত করা;

চ) জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ণয় করা, যা:

১) জলবায়ু স্থানচ্যুতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সমস্যার স্থায়ী সামধানের নিমিত্তে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কখন, কোথায়, স্থানান্তরের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে তার সঠিক সূচক নির্ধারণ করবে;

২) সরকারি উদ্যোগে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে; এবং

৩) জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে কারিগরি সহযোগিতা অথবা আর্থিক অনুদান প্রদানে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

পেনিনসুলা নীতি ১০: অংশগ্রহণ ও সম্মতি

জলবায়ু স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে রাষ্ট্রের উচিত:

ক) ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের চাহিদা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান পরির্বতন নিশ্চিত করা;

খ) ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর (স্থানচ্যুত এবং যে কমিউনিটিতে স্থানান্তর করা হবে) সম্মতি ব্যতিত যাতে স্থনান্তর করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা;

জলবায়ু স্থানচ্যুতি গ্রাউন্ড জিরো: হ্যান দ্বীপ

ছবি: *Kadir van Lohuizen / NOOR*

স্থান: কার্টিরেট দ্বীপপুঞ্জ, পাপুয়া নিউ গিনি

গ) ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে যেমন- জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অথবা ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সম্মতি ব্যতিত জরুরী ভিত্তিতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন হতে পারে;

ঘ) স্থানান্তরিত মানুষের পাশাপাশি যে কমিউনিটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানকার সকল ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন, দক্ষতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ) রাষ্ট্র আরো নিশ্চিত করবে যে:

(১) স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি এবং জীবিকার অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে স্থানচ্যুত মানুষসহ যে কমিউনিটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানকার সকল ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আছে এবং তারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত;

(২) পুনর্বাসিত স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য মৌলিক সেবা, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত আবাসন, শিক্ষা এবং জীবিকার অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যে কমিউনিটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা;

(৩) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ভুমি ও সম্পদের কারণে সৃষ্ট জটিলতা প্রতিরোধে ও নিরসনে যথাপোযোগী পদ্ধতি, সুরক্ষা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা; এবং

(৪) স্থানান্তরের সকল স্তরে স্থানচ্যুত ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ করা;

(৫) স্থানান্তরের পূর্বে সম্ভাব্য জটিল বিষয়াদি চিহ্নিত করে একটি মহাপরিকল্পনা করা, যাতে অর্ন্তভুক্ত থাকবে:

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ;

(৭) জনগোষ্ঠীর পছন্দ;

(৮) সাময়িক আশ্রয় এবং স্থায়ী আবাসন;

(৯) স্থানচ্যুত মানুষের বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানসমূহের সংরক্ষণ;

(১০) সরকারি সেবাসমূহের সহজলভ্যতা;

(১১) স্থায়ী আবাসনের/স্থানান্তরের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা;

(১২) পরিবার ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা;

(১৩) যে কমিউনিটিতে স্থানান্তর করা হবে সেখানকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ/উৎকণ্ঠার বিষয়গুলো;

(১৪) মনিটরিং পদ্ধতি;

(১৫) অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধান পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা।

পেনিনসুলা নীতি ১১: ভূমি চিহ্নিতকরণ, বাসযোগ্যতা এবং ব্যবহার

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে ভূমির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে রাষ্ট্রের যা করা উচিত তা হলো:

১) জলবায়ু স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভূমি মজুদের মাধ্যমে একটি টেকসই ও সামর্থ্যযোগ্য ভূমি-কেন্দ্রিক সমাধানের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত, উপযুক্ত, বাসযোগ্য খাস জমি অথবা অন্য কোন ধরনের জমি চিহ্নিতকরণ, অধিগ্রহণ এবং সংরক্ষণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে;

২) ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে নিরপেক্ষ ও যথাপোযুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্বচ্ছ ভূমি বরাদ্দ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানচ্যুত মানুষকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভূমি প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে;

৩) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত বা প্রাকৃতিক কিংবা মানব সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকিমুক্ত স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তরের পরিকল্পনা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে, যা নিরাপত্তা ও পরিবেশগত সম্প্রীতিসহ নতুন ও পুরাতন বাসিন্দাদের অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে;

খ) নতুন স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বসবাসযোগ্যতা এবং সেবা প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি থাকবে, এছাড়া রাষ্ট্র ভৌগলিক উপযুক্ততা ও মান নির্ধারণে কতিপয় নীতি প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ করবে, উক্ত নীতিসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অর্ন্তভুক্ত করবে:

১) ভূমির বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যবহার;

২) ভূমি ও এর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা (যেমন-ধর্মীয় স্থান ও রাষ্ট্রীয় বিশেষ সংরক্ষিত স্থান);

৩) ভূমির বাসযোগ্যতা ও ব্যবহার বিশেষ করে উক্ত স্থানে প্রবেশগম্যতা, পানির সহজলভ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকির সম্ভাবনা; এবং

৪) স্থানচ্যুত মানুষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের বসবাসের বা কৃষির উপযোগীতাসহ উক্ত স্থানে স্বেচ্ছায় তারা স্থানান্তর হতে সম্মত কী না।

গ) ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীকে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রাষ্ট্রের সরবরাহ করা উচিত:

১) স্থানান্তরিত আবাসস্থল, আবাসন, ভূমি এবং অবস্থানের সাথে পূর্বের বাসস্থানের প্রকৃত তুলনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য মাত্রা ও ব্যাপ্তির গবেষণালব্ধ তথ্য-প্রমাণাদি;

২) স্থানান্তরের পূর্বে অন্যান্য সকল বিকল্প যেমন-জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ ভূমিতে অবস্থান বজায় রাখার প্রয়াসের তথ্য-প্রমাণাদি;

৩) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তরে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার তথ্য;

৪) প্রস্তাবিত স্থান যদি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ও স্থানান্তরের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা; এবং

৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিভিন্ন অধিকার বিষয়ক তথ্য, বিশেষ করে আবাসন, ভূমি, সম্পত্তি এবং জীবিকার অধিকার বিষয়ক তথ্য।

ঘ) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তর পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত তা হলো:

১) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি ও সম্পদ হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা;

২) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তরিত আবাসস্থলে আবাসন, ভূমি, সম্পদ ও জীবিকার অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তাসহ যাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ভূমি অধিকার, পেশাগত ভূমি অধিকার, প্রথাগত ভূমি ব্যবহারের অধিকার রয়েছে তাও বজায় রাখার নিশ্চয়তা;

৩) প্রচলিত রীতিতে ভূমি এবং জলাভূমি ব্যবহার বিষয়ক (যেমন-শিকার, পশুচারণ, মৎস্য শিকার, ধর্মীয় স্থান প্রভৃতিতে) অধিকারের নিশ্চয়তা।

পেনিনসুলা নীতি ১২: ক্ষয় ও ক্ষতি

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুতিজনিত নানামুখী ক্ষয় ও ক্ষতির মোকাবেলায় রাষ্ট্রের উচিত উপযুক্ত আইন এবং নীতিমালা গ্রহণ করা।

পেনিনসুলা নীতি ১৩: সহযোগিতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ক) জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম পরিকল্পনায় জলবায়ু স্থানচ্যুতির অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত ও নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) রাষ্ট্রের উচিত স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত প্রশাসনিক, আইনি এবং বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও দপ্তরে কিংবা এজেন্সিসমূহকে সঠিক ও পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্র যা করবে:

১) জলবায়ু স্থানচ্যুতি প্রতিরোধ, পূর্ব প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানসহ সরকারের কারিগরী সহযোগিতা ও অনুদান প্রদান;

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষকে সহযোগিতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করা;

২) আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, প্রবীণ, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী মানুষ, শিশু, দরিদ্র ও তৃণমূল জনগোষ্ঠী ও

৩) জনসাধারণের সাথে তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা প্রদান;

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা ।

৪)

গ) জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে মোকাবেলায় নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সরকার পালন করবে, এছাড়াও রাষ্ট্র আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্থানচ্যুতি বিষয়ে আলোচনা ও সমন্বয় করবে এবং উক্ত মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, অফিস বা সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর সাথে একীভূত করবে।

ঘ) রাষ্ট্র জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধানে সরকারি সকল পর্যায়ে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা (তথ্য ও সহযোগিতা কেন্দ্র স্থাপনসহ) নিশ্চিত করবে।

৩. জলবায়ু স্থানচ্যুতি

পেনিনসুলা নীতি ১৪: জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ কিন্তু স্থানান্তর করা হয়নি এমন মানুষের জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ কিন্তু স্থানান্তর করা হয়নি এমন মানুষের জন্য সকল প্রয়োজনীয় আইনি, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সুরক্ষা ও সহযোগিতাসহ সার্বিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে ।

খ) সুরক্ষা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে স্থানচ্যুত মানুষের মাঝে বিরাজমান সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং পরিবার ও গোষ্ঠীর একতাকে ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

গ) এ ধরনের মানুষকে মানবিক সহযোগিতা প্রদান করতে বয়স কিংবা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে:

(১) জরুরী মানবিক সেবা;

(২) দুযোর্গে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা পরিচালন এবং অস্থায়ী ও কার্যকরী স্থায়ী পুনর্বাসন;

(৩) চিকিৎসাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা;

(৪) আশ্রয়;

(৫) খাদ্য;

(৬) পানযোগ্য পানি;

(৭) পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(৮) নতুন স্থানে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ যেমন - দারিদ্রতা নিরসন কার্যক্রম, বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি , চাকরি ও জীবিকার সুযোগসহ হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত তথ্যাদি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা; এবং

(৯) পারিবারিক পুণর্মিলনের সহযোগিতা।

ভাটার সময় ধরা রিফ ফিসগুলো একজন লোক জড়ো করছে

ছবি: *Jocelyn Carlin*

স্থান: বর্নিকি, কিরিবাতি

পেনিনসুলা নীতি ১৫: আবাসন ও জীবিকা

ক) জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ কিন্তু স্থানান্তর করা হয়নি এমন মানুষের আবাসনের অধিকারকে রাষ্ট্রের উচিত সম্মান করা এবং তা নিশ্চিত করা। এই অধিকার আরো যে সকল বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করে তা হলোঃ অভিগম্যতা, সামর্থ্যযোগ্যতা, বসবাসযোগ্যতা, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক চর্চা, স্থানের উপযুক্ততা এবং মৌলিক অধিকারসমূহে বৈষম্যহীণ প্রবেশগম্যতা (যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি)।

খ) জলবায়ু স্থানচ্যুতির কারণে স্থানচ্যুত মানুষেরা পূর্বের জীবিকার উৎসে ফিরে যেতে অক্ষম থাকে বলে স্থানচ্যুত মানুষকে পূর্বের মতো জীবিকা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা রাষ্ট্র নেবে এবং তাদের জীবিকা যেন টেকসই হয় এবং তারা যেন আবারো স্থানচ্যুত না হয়, পাশাপাশি তাদের জীবিকার সুযোগ-সুবিধাগুলো যাতে বৈষম্যমুক্ত থাকে সে বিষয়টিও রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে ।

পেনিনসুলা নীতি ১৬: প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ কিন্তু স্থানান্তর করা হয়নি এবং যাদের অধিকার লংঘিত হয়েছে এমন মানুষের প্রয়োজনীয় প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতার সাথে এবং সমান সুযোগ-সুবিধায় প্রবেশাধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

৪. স্থানচ্যুতির পরবর্তী অবস্থা ও প্রত্যাবর্তন

পেনিনসুলা নীতি ১৭: প্রত্যাবর্তন নীতিমালা

ক) সাময়িক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত মানুষের নিজের আবাসন, ভূমি ও পূর্বের বসবাসের স্থানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এবং তারা সম্মত হলে তার জন্য রাষ্ট্রের উচিত প্রত্যাবর্তন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা।

খ) রাষ্ট্রের উচিত নিরাপদ ও সম্মানের সাথে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নিজের আবাসন, ভূমি অথবা পূর্বের বসবাসের স্থানে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তৈরি করে দেয়া যেখানে তাদের আগের আবাসন, ভূমি অথবা পূর্বের বসবাসের স্থান এখন বাসযোগ্য এবং এই প্রত্যাবর্তন কোনভাবেই তাদের জীবন ও জীবিকাকে ঝুঁকির সম্মুখীন করবে না।

গ) রাষ্ট্র জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পূর্বের আবাসন, ভূমি ও বসবাসের স্থানে প্রত্যাবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রেখে হালনাগাদ ও সঠিক তথ্য (দৃশ্যমান সম্পদ, উপকরণ ও নিরাপত্তার বিষয়সহ) প্রদান করবে যাতে করে তারা তাদের স্বাধীন চলাচল ও নিজ আবাসস্থল বেছে নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

ঘ) জলবায়ু স্থানচ্যুত ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর জীবিকা এবং সেবা লাভের সুযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনকালীন সময়ে রাষ্ট্রের উচিত অর্ন্তবর্তীকালীন সহায়তা প্রদান করা।

৫. বাস্তবায়ন

পেনিনসুলা নীতি ১৮: বাস্তবায়ন ও প্রচারণা

রাষ্ট্রের, যার অভ্যন্তরীণভাবেই স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, উচিত অনতিবিলম্বে এই পেনিনসুলা নীতিমালা বাস্তবায়ন, প্রসার ও প্রচার নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহকে এ সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা করা।

এই নীতিমালাটি একদল খ্যাতিমান বিচারক, প্রাবন্ধিক, আইনজ্ঞ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ১৮ আগস্ট ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যের রেডহিল, মর্নিংটোন পেনিনসুলায় গৃহিত হয়।

DISPLACEMENT SOLUTIONS

RUE DES CORDIERS 14, 1207 GENEVA, SWITZERLAND
INFO@ DISPLACEMENTSOLUTIONS.ORG

WWW.DISPLACEMENTSOLUTIONS.ORG

YOUNG POWER IN SOCIAL ACTION (YPSA)

House # F10 (P), Road # 13, Block-B
Chandgaon R/A, Chittagong-4212, Bangladesh.
Tel : +88-031-672857, 2570255
E-mail : info@ypsa.org; ypsa.hlp12@gmail.com

www.ypsa.org

মুদ্রণে- খোকন কোয়ালিটি প্রিন্টার্স
০১৮১৮-৫৯৬৬৯৩৭